উত্তম চর্চার তালিকা

- **অব্যবহৃত জমি ব্যবহার:** করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপির ৩১ দফা নির্দেশনার ১৫ নম্বর নির্দেশনায় (খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য.....কোনো জমি যেনো পতিত না থাকে) অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের গৃহীত সংরক্ষীত পুরাকীর্তি ও জাদুঘরসমূহের অব্যবহৃত জায়গায় শাক-সবজি উৎপাদন করে "তেভাগা নীতি অনুসারে" (এক ভাগ উৎপাদন ব্যয়, এক ভাগ দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ ও এক ভাগ স্থানীয় দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্নস্থলের আশেপাশে পড়ে থাকা অব্যবহৃত জায়গায় ডাটা, লালশাক, পুঁইশাক, ঢেরস, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁপে, ঝিংগা, ধুন্দল, বরবটি, আমড়া চাষ করা হয়েছে।
- **পুন:ব্যবহার:** আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কার্যালয়ে কাগজ এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি কাগজ এর একদিক একবার ব্যবহার করা হয়ে গেলে পরবর্তীতে সেটি খসড়া প্রিন্ট ও লেখার কাজে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এতে কাগজ এর ব্যবহার সাশ্রয় হয়েছে। ভেঙ্গে যাওয়া বালতি, মগ, ঝুড়ি ইত্যাদি দ্রব্যাদি পুনরায় গাছ লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কক্ষ ও বিশ্রামাগারের পর্দা ও বিছনার চাদর ধোলাইয়ের সময় খুলে নেওয়া হলে পুরানো পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদি (যা অকেজো বা পরিত্যাক্ত না ঘোষণা করে ধোলাই করে রেখে দেওয়া হয়) পরবর্তীতে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ক্যাম্প, যা কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়, সেখানেও পুরাতন পর্দা, আসবাবপত্র নানাভাবে পুন:ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত করে বছরের পর বছর ব্যবহার করা হচ্ছে। যা কাগজ ও বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদির পুন:ব্যবহার এর পাশাপাশি ব্যয় সাশ্রয়েও সহায়তা করে। একই সাথে পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখে।
- **পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ:** সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী'কে জীবনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা বোধ ও অভ্যাস গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সকল অফিসসমূহ স্ব-স্ব কক্ষ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে তার নিজ ডেস্ক, র‍্যাক, ক্যাবিনেট ও শোকেজ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে রাখা। আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কার্যালয় সমূহের মধ্যে থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সর্বোৎকৃষ্ট কার্যালয় বাছাই করা এবং তা মডেল আকারে অন্যান্য কার্যালয়ে বাস্তবায়ন করা।
- **জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রদান:** আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়সমূহের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্মদিনে টেলিফোনে/ব্যক্তিগতভাবে/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। আবার কারো বিয়ে হলে অথবা সন্তান হলে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পক্ষ থেকে। এর ফলে বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে ভালোলাগার মনোভাব তৈরি হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানে সে দিনের ৮/১০ ঘণ্টা থাকে ও কাজ করে, সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্মদিন মনে রাখাকে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছে।
- **প্লাষ্টিক ও মেলামাইনের ব্যবহার হ্রাসকরণ:** আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কার্যালয়সমূহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্লাষ্টিক এর বোতলে পানি খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কার্যক্রমে প্লাষ্টিক ও মেলামাইনের দ্রব্যাদি এর ব্যবহার হ্রাসকরণে উৎসাহিত করা হয়। প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভায় কাঁচ ও স্টিলের জগ,মগ, প্লেট, গ্লাস, চামচ ব্যবহারের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।
- **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজন:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ২০২০-২০২১ অনুযায়ী দক্ষতা, নৈতিকতার উন্নয়ন ও বিভিন্ন বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ধারণা প্রদান সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অনুসন্ধান, জরিপ, খনন, সুরক্ষা, সংস্কার-সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

- **সিটিজেন চার্টার:** নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া সিটিজেন চার্টার আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়, খুলনার ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে। সরকারী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি সাইটঅফিসসমূহে পর্যায়ক্রমে অনুমোদিত সিটিজেন চার্টার প্রতিস্থাপন করা হবে।
- **বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ:** বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিস কক্ষে অনুপস্থিত সময়ে ফ্যান, লাইট ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখেন এবং তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দাপ্তরিকভাবে তদারকি করা হয়। জ্বালানী সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার:** নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও ব্যয় সাশ্রয়ে এ কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কার্যালয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা, কুয়াকাটায় প্রস্তাবিত নৌকা/ স্কুনার জাদুঘর, বাগেরহাট জাদুঘর, এম.এম. দত্তবাড়ী জাদুঘর ও ভরত ভায়না প্রত্নকেন্দ্রে ইতোমধ্যেই কিছু কিছু সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে।
- **পরিদর্শন:** সংরক্ষিত প্রত্নস্থান ও জাদুঘরসমুহের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা মনিটরিং করার জন্য প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক পরিচালক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাইট অফিসসমূহ ও প্রত্নস্থল পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন প্রত্নস্থল পরিদর্শনের পর প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবগত করেন। এছাড়াও সাইট অফিসসমূহের প্রধানদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির বিষয়ে মৌখিক ও লিখিতভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
- **উৎসবাদি পালন:** আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সকল জাদুঘরসমূহে নিয়মিতভাবে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কর্মচারীদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ও বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের অংশগ্রহণে খেলাধূলা, সংগীত ও আবৃত্তি, পিঠা তৈরী, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি কার্যক্রম আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে কার্যালয়ের কর্মচারীরা নিজ হাতে চমৎকার শিল্পশৈলীর পুষ্পমাল্য তৈরী করেন।
- **অবসরগামী কর্মকর্তা/কর্মচারী'দের সংবর্ধনা প্রদান:** জীবনের দীর্ঘসময়ে সরকারী দপ্তরে কাজ করে অবসরকালীন সময়ের স্মৃতি ধারণ করে যাতে একজন কর্মচারী কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকেন সে লক্ষ্যে অবসরগামী কর্মকর্তা/কর্মচারী'দের সংবর্ধনা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। এ দপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মচারীকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়।
- **বদলীগামী কর্মকর্তা/কর্মচারী'দের বিদায় প্রদান:** একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে বদলী হলে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেয়া হয়।
- **খেলাধূলা ও বইপড়া:** আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সকল জাদুঘরসমুহে সময় সময় খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। যেমন শীতকালে ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার আয়োজন করা হয়। এ কার্যালয়ের করিডোরে কাঠের উঁচু হেলানো টেবিলে প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়ার জন্য দেওয়া থাকে, যা কর্মচারীদের দেশ বিদেশের খবর পাঠে উৎসাহিত করে। সকলকেই বইপড়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়।